Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 396 – 406
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নজরুল সঙ্গীতে সম্প্রীতি

অপি হালদার
Email ID : apihalderbira@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Non-communalism, Communism and Harmony in the Songs of Kazi Nazrul Islam.

Abstract
Kazi Nazrul Islam has always transcended religion, caste, community and sung the praises of humanity. He sought the establishment of human religion out of all kinds of religious and caste dogmatism. He understood that there is an urgent need to establish friendly relations among all people of all races. According to him, all people are children of one universal father. There can be no such thing as discrimination of caste and religion. Therefore, he wanted to stimulate the sense of humanity by removing all kinds of superstitions from the chest of the society. He did not limit the patriotic songs only to the struggle spirit, but gave the form of class-conscious communist songs or mass music against communalism and feudalism. There are some special features in the songs composed by Nazrul. For example, the example of caste division, Hindu & Muslim unity, the victory song of humanity, women's rights, the dream of a non-communal united state, national unity, the unity of the people of the world forgetting caste, religion and caste. In his songs, Muslim ideals are on the one hand, and on the other hand, there is a strong sympathy for Hindu religion and culture. Even if the entire history of world literature and music is searched, there is room for doubt whether a humanitarian poet of harmony like Nazrul Islam can be found. There is no musician in the world of Bengali music who has at the same time composed many devotional songs for Hindu deities and on the other hand created Islamic songs for Muslims and hovered at the peak of popularity in both. Islam is a religion of peace. Nazrul wanted to establish equality in the world through the observance of this religion. In this song 'Ebar Navin Mantre Hobe Janani Tor Udwodhan', Nazrul has created a wonderful combination of devotionalism and communism. The song envisions a great India where there will be no untouchability and caste justice. Actually, Nazrul Islam did not compose lyrics for songs, but for knowledge, wanted to convey the message of peace, friendship and harmony through music. Therefore, there is no other way to get rid of the net of communal differences that exist in the world except by practicing Nazrul, the poet of harmony.

Discussion

"গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।

যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।"[১] (সাম্যবাদী)

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম সর্বদাই ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেছেন এবং মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। সমস্ত রকম ধর্মীয় ও জাতপাতের গোঁড়ামী থেকে বেরিয়ে, চেয়েছেন মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বজুড়ে যখন জাতি, ধর্মের ভেদাভেদ নিয়ে হানাহানি দলাদলি চলছে তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী একজন কবি তথা সঙ্গীতকার বাংলার মাটিতে বসে একদিকে কৃষ্ণকীর্তন ও কালীকীর্তন গাইছেন, অন্যদিকে ইসলামিক গান ও গজল সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, এ এক অবিশ্বাস্য সত্য। পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে একের পর এক আগুন ঝরানো কবিতা রচনা ক'রে যেমন হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী, তেমনি ভক্তিবাদী ও মানবমিলনের গান রচনা করে হয়ে উঠলেন মানবদরদী সঙ্গীতসাধক। তিনি যে কেবলমাত্র হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে গান রচনা করেছেন তা নয়, প্রচুর ইসলামী গান রচনা করে মুসলমানের প্রাণের দেবতা হয়ে উঠেছেন। আবার সনাতন কিংবা ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি তাঁর যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল একথাও বলা যায় না। আসলে নজরুল ছিলেন প্রকৃতই সেক্যুলার। সকল ধর্মের সার্বজনীন মূল্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস। হিন্দু ও মুসলমান মিলনের জন্য তিনি লিখলেন-

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ।
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে এক সে নাড়ির টান।"[২]

প্রশ্ন আসে, কবি নজরুল বড় নাকি সঙ্গীতকার নজরুল? আসলে কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পীসত্তা কবিতা ও সঙ্গীত এই দুই কলাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল। কবিতায় কবির মনন ও চিন্তন একত্রিত হয়ে মূল ভাবরূপটি বাণীগ্রন্থিত হয়। সেই বাণীতে সুর আরোপ করলে সৃষ্টির নান্দনিক স্পর্শে তা সঙ্গীতে পরিণত হয়।

"সঙ্গীত সম্পর্কে গ্রিক মনীষী প্লেটো বলিয়াছেন Music for Soul, খাদ্য যেমন দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে, সঙ্গীত তেমনি আত্মার ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করিয়া চিত্তকে সমুন্নত করে।"[৩]

মানব জীবনে সঙ্গীতের এহেন অসামান্য ক্ষমতা ও ভূমিকার কথা কাজী সাহেব বুঝেছিলেন বলেই সাহিত্যের ও সঙ্গীত সৃষ্টি করে কেবল রস প্রদান নয়, মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধনে রত হয়েছিলেন।

আদি মধ্যযুগে যেসব সাহিত্য, তা ছিল মূলত পদ্য এবং তা সুর করেই গাওয়া হতো। আধুনিক যুগের সাহিত্যে এলো বৈচিত্র্য। গদ্যের আবির্ভাবের ফলে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সৃষ্টি হল। ফলে সাহিত্য থেকে সঙ্গীতের দূরত্ব বেড়ে গেল। বর্তমানে সাহিত্য ও সঙ্গীতকে দুটি ভিন্নধারার শিল্প বলে মানা হয়। তবে একথা অস্বীকার্য নয় যে, যেকোনো সঙ্গীত প্রথমে কবিতা, পরে সঙ্গীত। সব ধরনের গান সাহিত্যের মর্যাদা না পেলেও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, লালন ফকির প্রমুখের গান সাহিত্যের অঙ্গীভূত। কাজী নজরুল ইসলাম বহুমাত্রিক সঙ্গীত রচনা করেছেন। যেমন দেশাত্মবোধক গান, উদ্দীপক গান, প্রেমবৈচিত্র্য ও বিষাদমূলক গান, ভক্তিগীতি, ইসলামি গান, গজল, প্রকৃতি গীতি, হাসির গান বা ব্যঙ্গগীতি ও অন্যান্য। নজরুলের গানে অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির বাতাবরণ কেমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা অন্বেষণ করার চেষ্টা করব এই নিবন্ধে।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার, এবং প্রচুর অপ্রকাশিত গান রয়েছে। মানবদরদী কবি তথা সঙ্গীতকার নজরুলের সম্প্রীতির চেতনা লক্ষ্য করা যায় যে সব গানে, সেগুলি মূলত দেশাত্মবোধক, উদ্দীপক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত। তাঁর গানে একদিকে যেমন ঠাঁই পেয়েছে মুসলিম আদর্শ অন্যদিকে দেখা যায় হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি। এই বাঁধনের মূল সুতোই হচ্ছে তাঁর সাম্যবাদী মনোভাব এবং মনুষ্যত্ববোধ। তিনি তাঁর সৃষ্ট গানে যে সাম্য ও সম্প্রীতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবতা এবং সুবিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্যের প্রতি তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার ছিল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 396-406
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিনি কোন আর্টিফিশিয়াল ধর্মে বিশ্বাস করেননি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই নীতির আদর্শে তাঁর ব্যক্তিজীবন যেমনভাবে সাহিত্য ও সঙ্গীত জীবনও তেমনভাবেই গতি পেয়েছে। তাঁর মতে, যে ধর্মের নামে বিশ্বজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অরাজকতা, নৈরাজ্য, হিংসা আর রক্তপাত বেড়েই চলছে, মানুষের সেই ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ঠুনকো নয়। হুকোর জল, ভাতের হাঁড়ি এসব ছুঁয়ে ফেললে জাত যায় না। তিনি মনে করেন, সকল মানবজাতি একজন বিশ্ব পিতার সন্তান। সেখানে জাতি ধর্মের ভেদাভেদ বলে কিছু থাকতে পারে না। তাই গানে বলেছেন -

"জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহনশীল
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।"[৪]

কাজী সাহেব উদার মানসিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর এই বিশ্বাস প্রগতির জয়ধ্বজা বহন করে। সকল প্রকার কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরকে সমাজের বুক থেকে দূর করে তিনি মনুষ্যত্ববোধকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। জীবনপ্রেমী রচনাকারের প্রতিবাদী চেতনায় প্রাধান্য পেয়েছে সাম্য, মৈত্রী ও মানবতাবাদ। ধর্মীয় কুসংস্কার এর মূলে আঘাত ক'রে ও সকল প্রতিকূলতাকে নির্ভীক ভাবে অতিক্রম ক'রে সম্প্রীতি ও গতির পটভূমিকে প্রস্তুত করতে সফল হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই উভয়ের উন্নতি এবং ভারতবর্ষের সার্বিক মঙ্গল সম্ভব। এই জাতিভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কার নামক দুর্বলতাগুলি থাকলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে দেশের মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়। ধর্মের নামে অধর্মের কারসাজি থাকলে মানবজাতি সাম্প্রদায়িকতার বিষানলে জর্জরিত হবে। তাই গভীর বেদনায় আপ্লুত হয় নজরুলের মন। নজরুল পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উদারতা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা পেয়েছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। ইসলামের প্রেমের বাণী এবং হিন্দুধর্মের ত্যাগের আদর্শ তাঁর কাছে বয়ে নিয়ে আসে বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। তিনি অনুধাবন করেন ধর্মে ধর্মে কোন বিভেদ নেই। মানুষে মানুষে যে বিভেদ তা কল্পিত সংকীর্ণ দূরারোগ্য ব্যাধির মত। এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার দিশা দেখিয়েছিলেন গানে গানে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নজরুল ইসলাম সঙ্গীতের মধ্যে আনলেন নতুনত্ব। এ সময়ে কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন সঙ্গীতকার নজরুলের স্বদেশী গানগুলির বিষয় হয়ে উঠল সাম্যবাদ এবং পাশাপাশি চলতে থাকলো বাংলা গজল রচনা। দেশাত্মবোধক গানগুলিকে শুধু স্বাধীনতা কামনার বা সংগ্রামী চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না, সাম্প্রদায়িকতা ও সামন্তবাদ বিরোধী এবং মার্কসীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রেণীসচেতন সাম্যবাদী গান বা গণসঙ্গীতের রূপ দিলেন। নজরুল বিশেষজ্ঞ রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন এবং শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় বা মজুর স্বরাজ পার্টির প্রথম সম্মেলন হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার পটভূমিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য নজরুল 'কান্ডারী হুশিয়ার' নামে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এত বলিষ্ঠ প্রতিবাদী সঙ্গীত এর আগে রচিত হয়নি। এরপর নজরুল সাম্যবাদী ভাবাদর্শের প্রভাবে 'কৃষানের গান' ও 'শ্রমিকের গান' নামে দুটি গান যথাক্রমে 'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল' ও 'ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল! ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল' রচনা করেছিলেন। 'আমরা নীচে পড়ে রইবনা আর শোনরে ও ভাই জেলে' গানটিতে নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট। গানটিতে ধীবর, চাষী, শ্রমিক, মুটে, মজুর, কুলি সমাজের প্রতিটি নিম্নবর্গের মানুষকে উদ্দেশ্য করে আহ্বান ও আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হয়েছে। বামপন্থী ভাবাদর্শে 'গণবানী' পত্রিকার জন্য 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'জাগো অনশন বন্দী', 'রক্ত পতাকার গান', 'জাগর তূর্য' প্রভৃতি স্বদেশী গান ও গণসঙ্গীত গুলি রচনা করেছেন।

তৎকালীন ইউরোপের কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রভাবে ভারতীয় উপমহাদেশেও সাম্যবাদের আলোড়ন উঠেছিল। এর প্রভাব আমরা নজরুলের গানের মধ্যে পাই। যখন তিনি বলেছেন,

"দীন দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন
বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন।"[৫]

এবং

"জয় হোক্ জয় হোক্
শান্তির জয় হোক্, সাম্যের জয় হোক্, সত্যের জয় হোক্, জয় হোক্।"[৬]

কাজী সাহেবের নিদ্রাহীন চোখে ছিল কেবল দেশমাতৃকার উদ্ধারের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তিনি সকল ধর্মের সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আগুয়ান হবার আহ্বান জানিয়েছেন। সকলের সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকার উদ্ধার সম্ভব ছিল না। এ কথা অনুধাবন করতে পেরেই তিনি উচ্চকণ্ঠে গাইলেন,

"আয় অশুচি আয়রে পতিত এবার মায়ের পূজা হবে।
যেথা সকল জাতির সকল মানুষ নির্ভয়ে মা'র চরণ ছোঁবে।"

ধর্মগত, বর্ণগত ও জাতিগত সকল বিরোধের অবসান ঘটাতে লিখলেন -

"ধর্ম বর্ণ জাতির ঊর্ধ্বে জাগোরে নবীন প্রাণ
তোমার অভ্যুদয়ে হবে সব বিরোধের অবসান।
সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো
সকল মানুষে ঊর্ধ্বে ধরিয়া তোলো;"[৭]

ধর্মপালনের মধ্য দিয়ে যেমন সকলকে সমবেত হতে বলেছেন তেমনি ধর্মীয় গোড়ামী ও ধর্মের ব্যবসাদারীদের অনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর হতেও বলেছেন। পূজারী সর্বদা পূজ্য ব্যক্তি বলেই বিবেচিত হন। কিন্তু পূজারী, যিনি ধর্মের রক্ষক তিনি যদি ধর্মকে রক্ষা না করে ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন; ভন্ডামীর দ্বারা সাধারণ ভক্তের অর্থ শোষণে ব্যতিব্যস্ত হন তাহলে তাঁর পূজারী নামটি প্রহসন মাত্র। এক্ষেত্রে নজরুল এমন পূণ্যের ব্যাপারীকে পূজাক্ষেত্র থেকে উৎখাত করার জন্য কুসংস্কারে আবদ্ধ সুপ্ত বঙ্গবাসীকে সজাগ হতে বলেছেন।

"হায় ছাই মেখে যে ভিখারী শিব বেড়াল ভিক্ষা করে
ওরে তাঁর পূজারী দিনে-দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী।"[৮]

বাউল সুরের রচিত গান 'আমার দেশের মাটি ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' গানটিতে দেশমাতৃকার জয়গানের পাশাপাশি জাতিভেদ ভুলে সকলকে একাকার করে দেখেছেন নজরুল।

"এই মায়েরই প্রসাদ পেতে, মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ ক'রে ধন্য হতে আসে কত জাতি।"[৯]

কাজী নজরুলের মতে, মন্দির মসজিদ হচ্ছে বাহ্যিক আরাধনা স্থল; কিন্তু হৃদয় মন্দির হল প্রকৃত দেবভূমি, এখানেই সত্যানুভূতির অভীপ্সা জাগে। হিন্দু আর মুসলমানের পারস্পরিক অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে দেশকে বাঁচানো সম্ভব নয়, এ তিনি জানতেন। এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই এই অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই যতদিন লেখার ক্ষমতা ছিল কলমের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির চেষ্টা করে গেছেন। একটি কবিতার অংশ এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়। কবি 'ফণীমনসা' কাব্যগ্রন্থের 'যা শত্রু পরে পরে' কবিতায় লিখলেন -

"ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন্, আন্‌রে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দে কোরবান।
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্
আবার হিন্দু-মুসলমান
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান!"[১০]

একদিকে হিন্দুদের রথ টানতে বলছেন, আরেকদিকে মুসলমানের তাজিয়া বার করতে বলেছেন। একদিকে পূজা করতে বলছেন, অপরদিকে কোরবান দিতে বলছেন। সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য ও সঙ্গীতের ইতিহাস ঘাটলেও নজরুল ইসলামের

মত মানবদরদী কবি, সম্প্রীতির কবি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নজরুলই একমাত্র, যিনি দৃপ্তকণ্ঠে একইসঙ্গে মন্দিরে শঙ্খধ্বনি ও মসজিদে আজানের হুকুম জারি করতে পারেন।

সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল যে গানগুলি রচনা করেছিলেন তাঁর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো।

জাতিভেদের দৃষ্টান্ত :

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া।"[১১]

হিন্দু মুসলমানে ঐক্য :

"ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু মুসলমান
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান/ হিন্দু মুসলমান।"[১২]

এবং

"হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দুটী কুসুম এক ভারতে ঠাঁই।"[১৩]

মানবতার জয়গান :

"জননী আমার ফিরিয়া চাও! ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!
চাই মানবতা, তাই দ্বারে/ করো হানি মা গো বারে বারে-
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।"[১৪]

এবং

"মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা হে পরমেশ।
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ মেষ।"[১৫]

অসাম্প্রদায়িক সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রের স্বপ্ন :

"হোক্ প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ মোদের মহাভারত/ হোক্ সার্থক নাম।
হোক্ এই জাতি ধর্ম্মে এক, কর্ম্মে এক, মর্ম্মে এক
এক লক্ষ্যে মধুর সখ্যে,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক আর্য্যাবর্ত্তধাম।।"[১৬]

রাষ্ট্রীয় মৈত্রী :

"চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শতকোটি লোক
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক।"[১৭]

জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে দেশবাসীর একাত্মতা:

"আজ জাত বিজাতের বিভেদ ঘুচি, /এক হ'ল ভাই বামন-মুচি
প্রেম গঙ্গায় সবাই হলো শুচি রে!"[১৮]

দরিদ্র মুসলিম পরিবারে নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি চুরুলিয়া গ্রামের মসজিদের খাদেম ছিলেন। সেখানে তিনি এমারতী ও করেছেন। যেখানেই কোরান, হাদিসের ব্যাখ্যা হত সেখানেই ছুটে চলে যেতেন। দশ বছর বয়সেই মরমীয়াবাদের সাধন শুরু করেন এবং জপ তপের মধ্যে হাজী পালোয়ানের কবরস্থানে সবসময় বিভোর হয়ে থাকতেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মধ্যে ধর্মপ্রবণতা কি গভীরভাবে শিকড় গেড়েছিল। জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই ইসলাম ধর্মের যে ভিত গড়ে উঠেছিল তাতে কোন খাদ ছিল না। এই ধর্মনিষ্ঠা তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। পিতার কাছ থেকেও পেয়েছিলেন উদারতা ও সহনশীলতার ধর্ম। শুধু কোরান বা হাদিস নয়, গান রচনার জন্য তাকে পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সারাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তে হয়েছিল। লেটোর

দলে থাকাকালীন নজরুল সৃষ্টি করেছিলেন চাষার সঙ, শকুনি বধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতাকর্ণ, কবি কালিদাস, রাজপুত্রের সঙ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ পালা, আকবর বাদশাহ এবং ইসলামী গান প্রভৃতি।

বাংলা সঙ্গীত জগতে এমন কোন সঙ্গীতকারকে দেখা যায় না যিনি একদিকে হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে প্রচুর ভক্তিগীতি রচনা করেছেন এবং অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য ইসলামী গান সৃষ্টি করে উভয় ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে বিচরণ করেছেন। ইসলামী গানগুলিতে কেবল আল্লাহ, রসুল, তাওহীদ, ইসলামের ধর্মীয় রীতিনীতি, সংস্কৃতির কথাই বলেননি, বলেছেন মানবপ্রীতির কথা। সঙ্গীতকার নজরুলের ইসলামী গানগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মিলনের বার্তাটি ফুটে উঠেছে। যেমন 'আজি ঈদ ঈদ ঈদ খুশির ঈদ এলো ঈদ' গানটির শেষে দুনিয়ার সকলজনকে প্রেমের দাওয়াত্ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব 'ঈদ' উপলক্ষে রচিত 'ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানে দোস্ত ও দুশ্‌মনের ভেদাভেদ ভুলে, হাতে হাত মিলিয়ে, দুর্লভ প্রেমরতন দানের মাধ্যমে ধর্মীয় উৎসব কে সার্বজনীন উৎসবে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে।

নারী ও পুরুষের দ্বৈত কণ্ঠে 'আমি আল্লাহর কাছে ছুটে যাই যবে/ তুমি মোনাজাত করো গো নীরবে' গানটিতে নারী ও পুরুষের পরস্পর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতে হাত ধরে চলার ও জাতির জাগরণের বার্তা আছে। আজ বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলছে কিন্তু নজরুল তা অনেক আগেই সাহিত্য ও সঙ্গীতে দেখিয়ে গেছেন। অবহেলা তো দূরের কথা বরং নারীশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একটি ইসলামী ডুয়েট গান এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"পু।। (আমি) মুসলিম জুবা মোর হাতে বাঁধা আলির জুল্‌ফিকার।
স্ত্রী।। (আমি) মুসলিম নারী জ্বালিয়া চেরাগ ঘুচাই অন্ধকার।।

পু।। (আমি) চিনি গো পৃথিবী আছে মোর আশা
স্ত্রী।। (আমি) প্রাণে দেই তেজ, বুকে ভালোবাসা।"[১৯]

এখানে কাজী নজরুল ইসলাম নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কর্মব্রতের কথাই বলেছেন। কেননা নারীর প্রেম ও অনুপ্রেরণা ছাড়া পুরুষের জয় কখনো সম্ভব নয়।

ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। এই ধর্ম যথাযথ পালনের মধ্যে দিয়ে নিখিল বিশ্বে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং উচ্চ নিচ ভেদ ভুলে সকলের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেছেন নজরুল।

"চীন আরব হিন্দুস্তান নিখিল ধরাধাম
জানে আমায় চেনে আমায়, মুসলিম আমার নাম।
অন্ধকারে আজান দিয়ে ভাঙনু ঘুমঘোর
আলোর অভিযান এনেছি, রাত করেছি ভোর;
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ-নীচ তামাম।।"[২০]

'তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত' এই গানে ভক্তিপ্রাণ নজরুল সকল মুসলমান জাতির হয়ে প্রিয় নবী হজরত মহম্মদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। কেননা সমগ্র মুসলমান জাতি হজরতের দেখানো আদর্শপথে চলতে শেখেনি। হজরত মহম্মদ বিলাসবৈভবকে ধুলির মতো পায়ে দলতে শিখিয়েছেন, এই ধরণীর ধনসম্ভারে সকলের সমাধিকারের কথা বলেছেন, বিশ্বের সকল মানবকে একজন বিশ্বপিতার সন্তান বলেছেন, ধর্মে অবিশ্বাসীকে ঘৃণা না করে উদার প্রেমদানের মধ্য দিয়ে তাকে আপন ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন। ভিনধর্মীর পূজার মন্দির ভাঙতে আদেশ দেননি কখনো। ধর্মের নামে গ্লানিকর, রক্তক্ষয়ী হানাহানি চাননি। অথচ হজরতের এই আদর্শ ও নীতিকে জ্ঞান না করে অসৎ অধার্মিক মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মতকে সহ্য না করে তাদের উপর হিংসা ও আক্রমণ বর্ষণ করছে, এমনকি কখনো কখনো তলোয়ারের দ্বারা রক্তক্ষয়ী নিপীড়নে মেতে উঠছে। তারা প্রিয় নবী হজরতের অমর বাণী, উদারতার ধর্মকে ভুলে গিয়ে ধর্মান্ধ হয়ে উঠছে। নজরুল এইসব অবিশ্বাসী ধর্মহারা, পথভ্রান্ত মুসলমানদের জন্য আল্লাহতালার করুণা ও দোয়া কামনা করেছেন। 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটিতে নজরুল হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বলেছেন,

"মানুষের লাগি চির দীন-হীন বেশ ধরিল যে- জন
বাদশাহ-ফকিরে এক শামিল করিল যে- জন
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
(আজি) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে।।"[২১]

দীন-দরিদ্র কাঙালের তরে দুনিয়ায় আবির্ভূত নবী হজরতের কাছে ভক্তিপ্রাণ, মানবপ্রেমিক নজরুল সমগ্র মানুষ নামক জাতির মানুষ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

"সাহেবী গিয়াছে মোসাহেবী করি ফিরি দুনিয়ার পথে
আবার মানুষ হব কবে মোরা মানুষেরে ভালোবাসি।"[২২]

অন্যদিকে 'ধর্ম্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই জাতি' গানটিতে ধর্মপরায়ণ ও উদার মানবতাবাদী মুসলমানের জয় গান গেয়েছেন। নজরুল লিখেছেন সাম্য, মৈত্রী এনে সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞাতি করেছে ধর্মপথে শহীদ মুসলমানরাই। উচ্চ-নীচ আমীর-ফকির ভেদ ভুলে সবাই একসাথে হয়েছে এই মুসলমান সমাজেই। নারীকে নরসম অধিকার দিয়ে প্রথম মুক্তি দিয়েছে এই মুসলমানরাই। গানটির আক্ষরিক সত্যতা যাচাই করার চেয়ে বিশেষ দেখার বিষয় যে, গানটিতে মিলনের রূপটি কতখানি প্রকট এবং অনুপ্রেরণামূলক হয়েছে।

শুধুমাত্র এই কয়েকটি গানেই নয়, প্রচুর ইসলামী গানে ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ পালনের পাশাপাশি ধর্মীয় সম্প্রীতির নির্দেশনা দিয়েছেন কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল। আরো কয়েকটি গানের প্রথম ছত্র -

১. দে জাকাত্ দে জাকাত্ তোরা দেরে জাকাত্।
২. পাঠাও বেহেশ্ত হ'তে হজরত পুনঃ সাম্যের বাণী।
৩. সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু- হে মোহসিন।
৪. হাতে হাত দিয়ে আগে চল্, হাতে নাই থাক হাতিয়ার।
৫. মারহাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী।

নজরুল যেসব ইসলামী গান রচনা করেছেন তাতে অনেকস্থানে বিদেশি সুর অনুসরণ করেছেন। আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ গানের শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও দুঃসাহসিক ভাষাগত মৈত্রীস্থাপনের প্রচেষ্টা দেখালেন। মধ্যপ্রাচ্যের সুর ও আবহ তৈরি করে বাংলা গানকে তিনি মুসলিম তথা সমগ্র বাঙালি সমাজের অত্যন্ত প্রিয় করে তুলতে পেরেছেন।

নজরুলের সৃষ্টিকে পর্যালোচনা করলে তাঁর একেবারে প্রথমদিকের রচনায় আগুনের ফুলকি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যু ও স্ত্রী প্রমিলাদেবীর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে যে চরম অন্তর্বেদনা তাঁর মনকে মথিত করেছিল তার ফলেই তিনি ক্রমশ ভক্তিপথে পরিচালিত হন। গভীর দুঃখ থেকেই জীবনের চরম সত্য অন্বেষণ ও অধ্যাত্মলোকের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা অনুভব হয়। যোগী বরদাচরণের সান্নিধ্যে আসার ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর থেকেই নজরুলের ভক্তিগীতিগুলির জন্ম হয়। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের ভিত্তিতে তিনি একের পর এক ভক্তিবাদী গান রচনা করতে থাকেন। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবির কলম অসি থেকে বাঁশিতে রূপান্তরিত হয়। যিনি স্বাধীনতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সকলকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনিই আবার ভক্তিমূলক সঙ্গীতে হিংসাকে বর্জন করে প্রেমের আলিঙ্গনে বিশ্ববাসীর মিলনের বার্তা দিয়েছেন। ভক্তি ও প্রেমের অভাবনীয় মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর রচনায়। হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে যত গান তিনি রচনা করেছেন, আধুনিক যুগে কোন হিন্দু কবি কিংবা সঙ্গীতকার তা করে যেতে পারেননি। 'অন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অন্তরযামী' গানটিতে মন্দির বিগ্রহের অসাড়তার কথা আছে। তাই বলে আস্তিক্যবাদের কোন অভাব তার গানে নেই, বরং আছে আত্মার সঙ্গে বিশ্ববিধাতা পরম করুণাময়ের সম্পর্কের কথা। 'আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ/ আজও মুক্ত নহি' এই গানে আছে আত্মশ্লাঘা এবং ভক্তপ্রাণের মুক্ত হবার বাসনা, আছে কঠোর না হয়ে সহনশীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'আমাদের ভালো কর হে ভগবান' গানটি সম্পূর্ণভাবে একটি প্রার্থনা সংগীত। এতে সকল মানুষের ভালো থাকা, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 396-406
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হিংসা-দ্বেষ বিসর্জন, দেহ ও মনের ক্লেশ দূরীভূত করা ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য ভগবানের কাছে বিপুল শক্তি প্রার্থনা করা হয়েছে। সঙ্গীতকার চেয়েছেন মাটির পৃথিবী হবে স্বর্গসমান। নজরুল একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন পরম করুণাময় ঈশ্বর একজনই। কখনো তাঁর আকার আছে কখনো আকার অবয়বহীন। যে যেভাবেই তাঁকে ভজনা করুক না কেন 'নিরাকার সাকারা সে কভু/ সকল জাতির উপাস্য সে প্রভু'।[২৩]

'এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন' গানটিতে রচনাকার ভক্তিবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। গানটিতে এমন এক ভারতের কল্পনা করা হয়েছে যেখানে সকল জাতির নারী পুরুষ নির্বিশেষে একসাথে মা'কে পূজাবেদীতে বসিয়ে মায়ের চরণ পূজা করবে। যেখানে থাকবেনা অস্পৃশ্যতা এবং জাতির বিচার, থাকবে না অর্থের অহংকার, থাকবে না হানাহানি।

"সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-বেদী মা তোর পীঠস্থান।।
সেথা শক্তি দিয়ে, ভক্তি দিয়ে পাতব মা তোর সিংহাসন।
সেথা রইবে নাকো ছোঁওয়াছুঁয়ি উচ্চ-নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।
মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি,
ভাঙব দেওয়াল ভুলব হানাহানি;"[২৪]

দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে বীর সন্তানদের সাহস প্রদান ও সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নজরুল ভগবান কৃষ্ণকে পঞ্চজন্য শঙ্খ বাজানোর আবেদন জানিয়েছেন।

"হে পার্থ সারথি! বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দূর কর, কর দূর
ভয়-ভীতজনে কর হে নিশঙ্ক।[২৫]

শুধু কৃষ্ণকেই নয়, ভগবান শিবের আরাধনা ও করেছেন। কারণ শিব হলেন সংহারকর্তা, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাতা। তাই বিশ্ব জুড়ে সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য গেয়েছেন,

"এসো শংকর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর
রুদ্রভৈরব! সৃষ্টি সংহর সংহর।
জ্ঞানহীন তমসায় মগ্ন পাপপঙ্কিলা
বিশ্ব জুড়ি চলে শিবহীন যজ্ঞের লীলা।
শক্তি যথায় করে আত্মবিসর্জন ঘৃণায়
ধ্বংস কর সেই অশিব যজ্ঞ-অসুন্দর।[২৬]

নজরুলের ভক্তিসংগীতে একদিকে দেখা যায় উপলব্ধিবোধের গভীরতার পরিচয়, অপরদিকে আত্মসমর্পণে ঔৎসুক্য। কেবল নিজের মুক্তি নয়, ত্রিভুবনের সকল জড় ও জীবের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেছেন। দনুজদলনি মহাশক্তিরূপী পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনীর বন্দনা মাধ্যমে তিনি অনন্তকল্যাণদাত্রী বিশ্ববিধাত্রীর আরাধনা করেছেন। দীনতা, ভীরুতা, লজ্জা, গ্লানি, লোভ-দানবকে ঘুচাতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন,

"জীবে জীবে হিংসা, এই সংশয়
দূর হোক, মাগো দূর হোক-
পোহাক এ দুর্যোগ রাত্রি।"[২৭]

নজরুলকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী একজন সুরসাধক মনীষী হিসাবে মানা যায়। তাঁর দৃষ্টিতে আল্লা, কালী, কৃষ্ণ সব একাকার হয়ে গেছে। তিনি একদিকে যেমন সাকার ঈশ্বরের সাধনা করেছেন তেমনি আবার নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা ও করেছেন। মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক; সুর ও অসুর মানুষের মাঝেই; আত্মার মাঝেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব; এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে তিনি লিখলেন

"এই তোর মন্দির মসজিদ / এই তোর কাশী বৃন্দাবন
আপনার পানে ফিরে চল / কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন!
এই তোর মক্কা-মদিনা / জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।"[২৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন যুগধর্ম প্রবর্তনকারী ধর্মগুরু। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি অদৃষ্টপূর্ব ও অতিমানবিক। বিপুল জগৎ ও জীবনের সকল সমস্যা নিরসনে ও সমাজের কল্যাণ সাধনে তাঁর অবদান অপরিসীম। জগতের শান্তি, সাম্য ও নিরাপত্তার জন্য সকল জাতি ধর্মের সকল মানুষের উচিত রামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আদর্শকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা। তাই ভজন গানে সুরসম্রাট নজরুল শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন। 'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নমঃ' গানটিতে রামকৃষ্ণকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী নব রূপে পরমপুরুষ অবতার বলা হয়েছে। যিনি প্রেম-নদীয়ায় নব গৌরাঙ্গ স্বরূপ। অধর্ম, হিংসা, আতঙ্ক বিনাশ করে যিনি প্রেমরত্ন দান করে যিনি সকল জাতির প্রিয়তম সখা রূপে বিরাজ করছেন। সাধক নজরুলের শ্যামাসংগীত ও উমাসংগীতগুলিতে কেবল ভক্ত মনের আর্তি ও আধ্যাত্মিক দিকগুলিই প্রকাশ পায়নি, গানগুলিতে আছে দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা। মুক্ত প্রাণ, মুক্ত বাতাস, বিশৃঙ্খলাহীন ভারত, শোষণহীন সমাজ, কুসংস্কারমুক্ত ধর্মক্ষেত্র, ধর্মে ধর্মে সমন্বয় প্রভৃতির কামনা করা হয়েছে কল্যাণময়ী জগজ্জননী মায়ের কাছে। নজরুলের হিন্দি গানেও জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রকাশ দেখা যায়।

"গাও স্যব ভারত কা প্যারা/ ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা
হিন্দুস্তান কা তিলক থা বো/ মিট গ্যয়ে আব মিট গ্যয়ে উয়ো
ভ্যকত তুমহি হো দেশ তুমহারা।।
হিন্দু মুসলমান স্যব মিলি আও/ ভুলো ভেদ আর গ্যল ল্যগ যাও
গাও প্রেম নদী কিনারা/ ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা।।"[২৯]

হাসির গান ও ব্যঙ্গগীতিতে সমকালীন সমাজের কু-প্রথা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

"একে একে সব মেরেছিস জাতটা শুধু ছিল বাকী
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবি নাকি।।
ভাতের হাড়ি হুকোর জল, কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়ো,
জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিস্‌নে হুড়ো।"[৩০]

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পরাধীনতার জ্বালা নজরুলের মনে যে অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকেই তিনি জ্বালাময়ী, বিদ্রোহাত্মক ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা এবং সঙ্গীত একের পর এক লিখে গেছেন। তিনি জানতেন সমগ্র ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া দেশমাতৃকার উদ্ধার কখনো সম্ভব নয়। অথচ সমকালীন সমাজ জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং অর্থনৈতিক ভেদাভেদের মতো কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ধর্মের নামে হিংসা, হানাহানি যা নজরুলের মনকে বিচলিত করেছে। তিনি বুঝেছিলেন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর স্বাধীনতা এমনিতে আসবেনা। সকল জাতির সকল মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা আশু প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তার কাব্য ও সঙ্গীত। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ড: শম্ভুনাথ ঘোষ বলেছেন,

> "এই ভাবে কবি সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন মেরুদণ্ডহীন চির অবনত গোলামীতে অভ্যস্ত তৎকালীন বাঙালী সমাজকে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়েছেন, উৎপীড়িতের ক্রন্দনে সমবেদনা জানিয়েছেন, তেমনই আবার অপরদিকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়গান করেছেন।"[৩১]

আসলেই কাজী নজরুল ইসলাম গানের জন্য গান রচনা করেননি, করেছেন জ্ঞানের জন্য। গানের মাধ্যমে শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে চেয়েছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলি পরাধীন ভারতের তরুণদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। একদিকে যেমন বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তিনি ছিলেন প্রবল ভাববাদী ও আবেগপ্রবণ। একই জীবনে তিনি ছিলেন প্রেমিক, ভাবুক, সমাজবাদী, সাম্যবাদী, বিদ্রোহী, ভক্তিবাদী, নিবেদিত প্রাণ সাধক। একজন মানুষের মধ্যে এত বৈচিত্র্যময় ও বিবিধ গুণ কিভাবে থাকতে পারে তা ভাবতে গেলেও আমাদের বিস্ময় জাগে। পরিশেষে একথাই বলব যে, নজরুল যখন দেশ ও দশের মঙ্গল হেতু সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন তখন তাঁর

উদ্দেশ্য ছিল সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন ও মিলন। আজ আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে বসবাস করলেও দেশ তথা পৃথিবী জুড়েই ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাতের দোহাই দিয়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব অবিরত লেগেই আছে তা থেকে অব্যাহতি এখনো পাইনি। তাই বিশ্বজুড়ে এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে সম্প্রীতির কবি সুরসাধক নজরুলের চর্চা ছাড়া বর্তমানে বিকল্প কোন পথ নেই।

Reference :

১. নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, তৃতীয় মুদ্রণ, জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ, কার্তিক ১৪২৫, পৃ. ৭৯
২. নজরুল গীতি (অখন্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬, ১২৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৫৯৯
৩. রায়, ইন্দুভূষণ, সঙ্গীতশাস্ত্র (প্রথম খন্ড), কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, দশম সংস্করণ, শুভ রাসযাত্রা ১৭ই কার্তিক, ১৩৯৯, পৃ. ১
৪. নজরুল গীতি (অখন্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬, ১২৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৫৮৩
৫. তদেব, পৃ. ৩২৯
৬. তদেব, পৃ. ৫৮০
৭. তদেব, পৃ. ৩২৪
৮. তদেব, পৃ. ৫৮১
৯. তদেব, পৃ. ৫৬৩
১০. নজরুল রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, তৃতীয় মুদ্রণ, জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ, কার্তিক ১৪২৬, পৃ. ৬৫
১১. নজরুল গীতি (অখন্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬, ১২৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৫৮৩
১২. তদেব, পৃ. ৫৯৬
১৩. তদেব, পৃ. ৬০৩
১৪. তদেব, পৃ. ৫৯৬
১৫. তদেব, পৃ. ৫৯৯
১৬. তদেব, পৃ. ৬০৪
১৭. তদেব, পৃ. ৫৭৮
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬১
১৯. তদেব, পৃ. ২৪৬
২০. তদেব, পৃ. ২৬৯
২১. তদেব, পৃ. ২৭৪
২২. তদেব, পৃ. ২৭৭
২৩. তদেব, পৃ. ৩১২
২৪. তদেব, পৃ. ৩২৯

২৫. তদেব, পৃ. ৪৯৮

২৬. তদেব, পৃ. ৩৩৪

২৭. তদেব, পৃ. ৩৩৯

২৮. তদেব, পৃ. ৩৫৭

২৯. তদেব, পৃ. ৬৬১

৩০. তদেব, পৃ. ৬১৬

৩১. ঘোষ, শম্ভুনাথ, মীরা নাথ, প্রশ্নোত্তরে নজরুল গীতি, ৭২/৩ এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কুলিকাতা-৭০০০৪২, প্রথম সংস্করণ পৌষ-১৪০৩, পৃ. ১৬